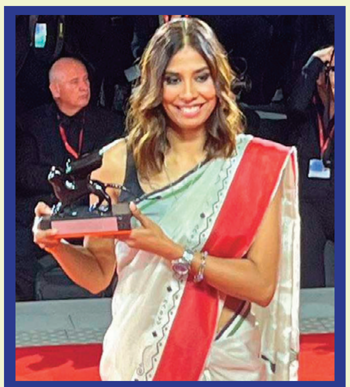

ভেনিসে পুরস্কৃত বঙ্গকন্যা অনুপর্ণার দ্বিতীয় ছবিও

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৭ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৮৩ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

বাংলাদেশের চাহিদা মেটাচ্ছে ভারত! রপ্তানি ৩ লক্ষ কেজি ইলিশ

উদ্বাস্তু জমি দখল থেকেই শালবনির দুর্নীতি ! টাকা পৌঁছত সুমিতের দফতরেও, দাবি সিআইডির

যত মুখ খুলছে, তত দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, এনসিপিআই সাংসদরা বিজেপিতে যাবেন শুনে বিদ্রূপ কুণালের

ধস-যানজট এড়িয়ে মুহূর্তে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং ! ৩ হাজার কোটির রোপওয়ের পরিকল্পনা রাজ্যের

গণপতিকে ঘর থেকে রাজপথে এনেছে জনতা বামেদের নবান্নে পুষ্পাঞ্জলির ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে পুজো-উৎসবের ওপর থেকে অহেতুক বিধিনিষেধের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষই গণপতি বাপ্পাকে ঘরের চারদেওয়াল থেকে রাজপথে বের করে এনেছেন। সোমবার বালিগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সংঘের গণেশপুজোর সূচনা করে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে বিগত সরকারগুলোর প্রশাসনিক অচলাবস্থাকে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন তিনি। একই সঙ্গে টুকরে টুকরে গ্যাং ও দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা, বিরোধী কমিউনিস্টদের নবান্নে বিশ্বকর্মা পুজোয় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।উৎসবের আবহ তৈরি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, এরা গত চার বছর ধরে এই পুজোর আয়োজন করছে। আগে এই পুজো রাস্তায় করার অনুমতি মিলত না, ভেতরে বন্দি রেখে করতে হত, তা সত্ত্বেও প্রচুর মানুষ আসতেন। কিন্তু আমাদের জনতা জনার্দনই শেষ পর্যন্ত গণপতিকে বাইরে বের করে এনেছেন। আগের সরকার চিন্তাও করতে পারেনি যে গণেশপুজো এ ভাবে রাজপথে নেমে জনউৎসবের রূপ নিতে পারে। কিন্তু মানুষই তা সম্ভব করেছে। আর মাত্র কদিন পরেই দেবীপক্ষ, তার আগে এই গণেশ চতুর্থী দিয়েই বাংলায় উৎসবের মেজাজ শুরু হয়ে গেল।এদিন জাতীয় সংহতি ও সনাতন সংস্কৃতির পক্ষে সওয়াল করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা দেশে থেকে দেশের ক্ষতি করতে চায়, সেই সব দেশবিরোধী শক্তি ও টুকরে টুকরে গ্যাং রূপী অসুরদের থেকে সবাইকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আমাদের সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি টিকা, শিখা, শাঁখা এবং পলার মর্যাদা সবটা ধরে রাখতে হবে।বামপন্থীদের কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকাল থেকে দেখছি অনেকেরই খুব কষ্ট হচ্ছে! বিশেষ করে কমিউনিস্টদের ভীষণ দুঃখ আর রাগ তৈরি হয়েছে কেন আমরা পুজোর কথা বলব? অনেকে বলছে গণেশপুজো তো মহারাষ্ট্রের, তা কেন এখানে ঘরে ঘরে হবে? আমি তাদের সাফ বলতে চাই, আমরা সকলেই ভারতীয় হিন্দু। আমাদের মধ্যে কোনও আঞ্চলিক বিভাজনের প্রাচীর থাকবে না, সেই প্রাচীর আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। আমরা সবাই এক সঙ্গে থাকব। এই সুরেই বাম মনোভাবাপন্নদের নবান্নে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুভেন্দুর খোঁচা, আমি নবান্নে বিশ্বকর্মা পুজোতে পুষ্পাঞ্জলি দেব। ওদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, ওই দিন নবান্নে আসুন এবং আমার সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিন।

রাজ্যে পুজো-উৎসবের ওপর থেকে অহেতুক বিধিনিষেধের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষই গণপতি বাপ্পাকে ঘরের চারদেওয়াল থেকে রাজপথে বের করে এনেছেন। সোমবার বালিগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সংঘের গণেশপুজোর সূচনা করে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে বিগত সরকারগুলোর প্রশাসনিক অচলাবস্থাকে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন তিনি।

মঙ্গল গ্রহের বিজেপি ! এনসিপিআই সাংসদদের দলবদলের দাবি উড়িয়ে শমীক

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইতে যাওয়া সাংসদদের সরাসরি বিজেপিতে যোগদান নিয়ে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার দাবি উড়িয়ে দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেউ বিজেপিতে যোগ দিতে চাইলেই যে দল তাঁকে নিয়ে নেবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। ২০২১ সালের নির্বাচনের পর বিজেপি কর্মীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল, তা ভুললে চলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কটাক্ষের সুরে শমীকের মন্তব্য, যাঁরা এখন বিজেপিতে যোগদান করতে চাইছেন, তা যেন মঙ্গল গ্রহের বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছা।সম্প্রতি জগদীশ বসুনিয়া দাবি করেন, তৃণমূল ছেড়ে আসা ২০ জন এনসিপিআই সাংসদের মধ্যে ১৭ জন পুজোর আগে বা পরে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। তবে মুর্শিদাবাদের তিন সংখ্যালঘু

সাংসদ আবু তাহের খান, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেবেন না। তাঁরা এনসিপিআইতে থেকেই এনডিএ-কে সমর্থন করে যাবেন বলে জানান তিনি।জগদীশের দাবি অনুযায়ী, দলত্যাগবিরোধী আইন এড়াতেই বিজেপি নেতৃত্বের পরামর্শে তাঁরা প্রথমে এনসিপিআইতে যোগ দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে বিজেপিতে যোগদানের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তিন সংখ্যালঘু সাংসদের আপত্তিতে গোটা প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হয়, যা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক দফায় আলোচনাও হয়েছিল বলে দাবি তাঁর।এই ঘোষণা ঘিরে বিজেপির অন্দরে শুরু হয়েছে আলোচনা। দলের একাংশের আশঙ্কা, তৃণমূল থেকে আসা এনসিপিআই সাংসদদের এভাবে সরাসরি বিজেপিতে যোগদান করালে দলের কোর ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব পড়তে পারে।এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা নিয়েও দলীয় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনতেই এবার সরাসরি ময়দানে নামলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, এবং জগদীশ বসুনিয়ার দাবি নস্যাৎ করে দিলেন তিনি।

কাটেনি প্রতীক-জট উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা ঋতৃণমূলের

নয়া জামানা ঃ আগামী ৬ অক্টোবর রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। শুভেন্দু অধিকারী ও হুমায়ুন কবীরের ইস্তফার জেরে শূন্য হওয়া এই দুই আসনে ভোট হতে চলেছে এমন এক আবহে, যখন দলীয় প্রতীক নিয়ে জটিলতা এখনও কাটেনি। কালীঘাট ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির উভয় পক্ষই ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে।ঋতব্রত শিবির নন্দীগ্রামে প্রার্থী করেছে মহম্মদ এতেশামুল হককে এবং রেজিনগরে সফিউদ্দিন শেখকে। অন্যদিকে কালীঘাট তৃণমূল নন্দীগ্রামের জন্য বেছে নিয়েছে সঞ্চিতা প্রধান (দে)-কে, আর রেজিনগরে তাদের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী।জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে দুই শিবিরের সঙ্গেই পৃথক বৈঠক করেছে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। ঋতব্রত শিবিরের পেশ করা নথির প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টের মধ্যে জবাব বা নতুন নথি জমা দিতে বলেছে কমিশন, যার প্রতিলিপি ঋতব্রত শিবিরকেও পাঠাতে হবে। প্রয়োজনে ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টেয় দিল্লিতে বিশেষ শুনানি হতে পারে। তবে কালীঘাট শিবির এ নিয়ে চিন্তিত নয় সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কমিশন কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়নি।বাম শিবিরও প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সমঝোতা অনুযায়ী নন্দীগ্রামে সিপিআই প্রার্থী শান্তিগোপাল গিরি, আর কংগ্রেসের হয়ে লড়বেন মিলন প্রধান। রেজিনগরে সিপিআইএম প্রার্থী আইনজীবী সৈয়দ।মনোনয়ন জমার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৯ সেপ্টেম্বর।

নন্দীগ্রাম থেকে নবান্ন, রুবি মোড়ের পুজোয় শুভেন্দুর রাজনৈতিক জয়যাত্রা

নয়া জামানাঃবর্ষা বিদায়ের পর শরতের আমেজে কলকাতায় শুরু হয়েছে পুজোর প্রস্তুতি। এবার এক পুজোর থিম ঘিরে তৈরি হয়েছে চর্চা। রুবি মোড়ের এই দুর্গাপুজোর আয়োজনে রয়েছে হিন্দু মহাসভা, আর থিম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক জীবন। নন্দীগ্রাম থেকে নবান্ন/বুবাইয়ের জয়যাত্রা নামে এই মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে কাঁথির ছেলে শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রাম আন্দোলন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে পৌঁছনোর কাহিনি।পুজোর প্রস্তুতির মাঝেই হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে উদ্যোক্তারা দিল্লি সফরে যান। সেখানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে গেস্ট অব অনার হওয়ার আমন্ত্রণপত্র দিয়ে আসেন তাঁরা। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোন এবং রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে চিঠির মাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তা আসে।থিম নির্বাচনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যভূমি পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সনাতনী জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই উদ্যোগ।

ডাক্তাররা কেন এতো টেস্ট দেন ?

টেস্ট বা পরীক্ষা হলো রোগীর শরীরের রক্ত, প্রসাব, পায়খানা, এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রাম, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ইত্যাদি পরীক্ষা করা। এগুলো করা হয় সাধারণত রোগীর রোগ নির্ণয় বা কনফার্ম করার জন্য। রোগটি কোন পর্যায়ে আছে, চিকিৎসায় উন্নতি হচ্ছে কিনা; এসব দেখার জন্যই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়।আমি এখানে দু'টি রোগীর ইতিহাস বলছি। প্রথম ঘটনা;একবার দুই দিনের জ্বর নিয়ে ৩০ বছর বয়সী একজন রোগী আমাকে দেখালেন। আমি দেখার পর মনে হলো, ভাইরাল জ্বর। রোগীর প্রেসার কম এবং খেতে পারছে না, তাই রুটিন টেস্ট দিয়ে ভর্তি করলাম। ভর্তি হওয়ার ২ ঘণ্টা পর (তখনও রিপোর্ট আসেনি) রোগী হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। খুবই ছটফট করছে, প্রেসার ২০০/১২০, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। রোগীকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হলে কিছুক্ষণ পর মারা গেলেন তিনি।ওই সময় আমি আর ভাগ্যক্রমে মেডিসিনের একজন সিনিয়র ডাক্তার উপস্থিত ছিলাম। রোগী মারা যাওয়ার পর রিপোর্ট আসলো। আমরা দেখলাম প্লাটিলেট ৩০ হাজার। রোগীর স্বজনের কাছে ইতিহাস জানতে চাওয়া হলো। তারা বললেন, গতকাল অনেক জ্বর হওয়ার পর গ্রামের ওষুধের দোকানদার তাকে ডাইক্লোফেন ট্যাবলেট দিয়েছিল। রোগীর প্লাটিলেট কম ছিল, তার উপর ডাইক্লোফেন খেয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে তিনি মারা গেছেন। মূলত প্লাটিলেট কাউন্ট দেখে তা নরমাল হলে তারপর ব্যথার ওষধ দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় ঘটনা ৩-৪ দিন আগের। এক ডায়াবেটিসের রোগী জ্বর নিয়ে আমাকে দেখালেন। আমার মনে হলো, তার মূত্রনালীতে ইনফেকশন হয়েছে। প্রস্রাবের পরীক্ষা দিলাম। কিডনির টেস্ট আগে করা ছিল। নরমাল ছিল, তাই আর করালাম না। কিন্তু রোগী বাসায় ফিরে গিয়ে দুই দিন পর আবারো হাসপাতালে ভর্তি হলেন। তেমন কোন উন্নতি নেই। কালচার রিপোর্ট দেখার পর অ্যান্টিবায়োটিক পরিবর্তন করার পরিকল্পনা। এরই মধ্যে ভাবলাম, কিডনি কেমন আছে দেখি।কিন্তু আগের রিপোর্টটা খুঁজে পেলাম না, তাই কিডনির পরীক্ষাটা আবার করাতে দিলাম। রিপোর্ট আসার পর আমার কোনোভাবেই সঠিক মনে হয়নি ছিল। ল্যাবে বললাম, রিপিট করো। রিপোর্ট একই আসলো।রোগীর গতকাল ডায়ালাইসিস করা হয়েছে।

তাহলে এসব টেস্ট কি অকারণে করা হয়েছিল? এই রোগীকে প্রথমেই কিডনির পরীক্ষা দিলে, রোগী বলতেন সামান্য জ্বর নিয়ে এলাম আর ডাক্তার এতগুলো পরীক্ষা অকারণে দিল! আবার রোগী যখন খারাপ হয়ে গেল, তখন রোগীর লোকের ভাষ্য; আপনি আগে কেন কিডনি টেস্ট করালেন না?শিক্ষণীয় হচ্ছে, ডায়াবেটিস/হাইপ্রেসারের রোগীর মাঝে মাঝে (অন্তত ৬ মাসে ১ বার) এবং যে কোন গুরুতর অসুস্থতায় ভাইটাল অঙ্গগুলো চেক করা উচিত।এবার আসি পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। আমরা সাধারণত কয়েকটি পরীক্ষাকে রুটিন বলে থাকি।

সিবিসি টেস্টে যে তথ্য মেলে

সিবিসি করে আমরা অনেকগুলো তথ্য পাই। যেমন;শরীরে রক্তের পরিমাণ কেমন, শরীরে কোনো ইনফেকশন আছে কিনা, ব্লাড ক্যান্সার আছে কিনা এবং প্লাটিলেট কাউন্ট কেমন, যা কমে গেলে শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। যে কোনো রোগীর এই টেস্ট না করে তার শরীরে সার্বিক অবস্থা বোঝা সম্ভব না।

আরবিএস টেস্টে যে তথ্য পাওয়া যায়

এই পরীক্ষা দিয়ে কারো ডায়াবেটিস আছে কিনা, তা স্ক্রিনিং করি। ১৮ বছর পর এই পরীক্ষা বছরে অন্তত একবার করা উচিত। তবে যাদের বাবা-মায়ের ডায়াবেটিস আছে আর যাদের ওজন বেশি তাদের বছরে অন্তত দুইবার (ছয় মাস পর পর) করা উচিত। কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে তবে তার কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও অন্ধত্বসহ আরো অনেক জটিল রোগ হতে পারে।

(টেস্টে যে তথ্য মেলে

এই টেস্ট দিয়ে কিডনি ঠিক আছে কিনা দেখা হয়। কিডনি রোগ যত তাড়াতাড়ি ধরা পরবে, ভালো হওয়ার সম্ভবনা তত বেশি। যাদের ডায়াবেটিস/হাইপ্রেসার আছে, তাদের কিডনি নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে। তাছাড়া যে কোনো ধরনের ব্যথার ঔষধ , কিছু প্রেসারের ঔষধ, কিছু ডায়াবেটিসের ঔষধ, বাত রোগের ঔষধ, ক্যান্সারের ঔষধ দেওয়া যাবে কিনা, কী ডোজে দিতে হবে তা নির্ভর করে এর উপর। বছরে অন্তত একবার করা উচিত।

এসজিপিটি টেস্টে যেসব তথ্য পাওয়া যায়

এসজিপিটি টেস্ট করে সাধারণত লিভারে কোনো প্রদাহ আছে কিনা বা লিভার স্বাভাবিক আছে কিনা তা দেখা হয়। জন্ডিস হলে, ব্যথার ঔষধ, কিছু ডায়াবেটিসের ঔষধ, বাত রোগের ঔষধ, ক্যান্সারের ঔষধ দেয়ার আগে এই টেস্ট করা উচিত।

টেস্টে আমরা কী কী তথ্য পাই ?

এটি খুবই সাধারণ একটি পরীক্ষা; কিন্তু খুবই ইনফরমেটিভ। এটি দিয়ে প্রসাবে ইনফেকশন আছে কিনা, কিডনিতে কোনো সমস্যা আছে কিনা, কিডনীতে কোনো পাথর আছে কিনা, ডায়াবেটিস আছে কিনা;ইত্যাদি জানা যায়। এছাড়াও কারো কিডনিতে সমস্যা কেবল শুরু হয়েছে কিনা;তাও বোঝা যায়।

ইসিজি টেস্টে আমরা কী কী তথ্য পাই ?

গত সপ্তাহে এক ডায়াবেটিস রোগী দেখে ছিলাম, যিনি ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন ঔষধ খাবার আর দরকার নেই। তার ডায়াবেটিসের পরীক্ষা, কিডনীর পরীক্ষা আর ইসিজি করতে দিলাম। ডায়াবেটিস ও হাইপ্রেসারের রোগীর বছরে অন্তত একবার ইসিজি করা উচিত। কারণ হার্ট অ্যাটাক বয়স্ক এবং ডায়াবেটিসের রোগীর বুকে কোন ব্যথা ছাড়াই হতে পারে।আমার নন-মেডিকেল বন্ধুদের বলছি, কেউ যদি এসব টেস্ট করেন, তাহলে ভাববেন না আর জীবনেও এসব করা লাগবে না। আপনি যদি আজ সব টেস্ট করেন আর কালকেই যদি আপনার বুকে ব্যথা হয়, তবে আবারো ইসিজি করতে হবে। দয়া করে ভুল বুঝবেন না। ডাক্তার যে টেস্ট করতে দেন তা আপনার জন্যই, আপনার চিকিৎসার জন্যই।আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের বলছি, তোমরা কোন রোগীকে চিকিৎসা দেবার আগে সবসময় চেষ্টা করবে রুটিন পরীক্ষাগুলো করাতে। কারণ একটা জিনিস মনে রাখবে, মেডিকেল সায়েন্সে হিরো কখনো তুমি হতে পারবে না, কিন্তু তোমার এক ভুলে তুমি জিরো হয়ে যাবে। রোগীকে পরীক্ষা করাতে বলবে, রোগী যদি করতে না চায়, চিকিৎসা দিবে।রোগী ভালো না হলে তোমাকে বেশি চার্জ করবে না, কারণ চিকিৎসার দরকারি পরীক্ষা তারা করাননি। কিন্তু তুমি যদি পরীক্ষা না করাতে দাও, আর রোগীর উন্নতি না হয় বা ঔষধের কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়, তবে তোমার ঘাড় ধরে বলবে- আপনি কেন পরীক্ষা না করিয়ে চিকিৎসা দিলেন?সবার জন্য বলছি, আপনি আপনার টিভি, ফ্রিজ, বাইক, গাড়ি মাঝে মাঝে চেক করেন, সার্ভিসিং করেন; নিজের শরীরটাও বছরে একবার সার্ভিসিং করুন। বছরে একবার করে একজন জেনারেল ফিজিশিয়ানকে (এমবিবিএস) দেখান। এসবের জন্য ৩ হাজার টাকার বেশি খরচ হবে না। নিজের জন্য বছরে অন্তত ৩ হাজার টাকা খরচ করুন, তাহলে ভবিষ্যতে অনেক ভালো থাকবেন।

৩

গঙ্গাপাড়ের গল্প

১৪ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

উপনির্বাচনে সরকারি ছুটি, বাড়তি সুবিধা ভোটকর্মীদের

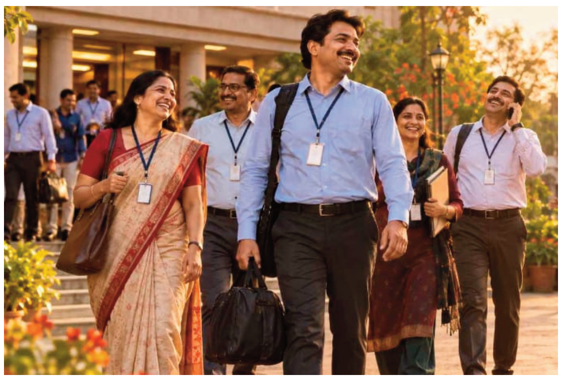

নয়া জামানাঃ আগামী ৬ অক্টোবর রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্র রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন। এই উপলক্ষে ওই দুই কেন্দ্রে সরকারি ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। সোমবার অর্থ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের দিন রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভা এলাকার সরকারি কার্যালয়, বিভিন্ন সংস্থা, নিগম, বোর্ড, স্থানীয় সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ছুটি বলবৎ থাকবে।ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া রাত পর্যন্ত চলার সম্ভাবনা থাকায় রিসেপশন সেন্টার থেকে ভোটকর্মীদের ছাড় পেতে দেরি হতে পারে, ফলে পরদিন অর্থাৎ ৭ অক্টোবর তাঁদের পক্ষে দপ্তরে হাজির হওয়া কঠিন হতে পারে। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে যোগ্য কর্মীদের জন্য ৭ তারিখও বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে বলে জানিয়েছে অর্থ দপ্তর। যেসব সরকারি কার্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভোটকেন্দ্র, সেক্টর অফিস অথবা নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ-গ্রহণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেখানে সরঞ্জাম পাঠানোর দিন অর্থাৎ ৫ অক্টোবর স্থানীয়ভাবে ছুটি ঘোষণা করতে পারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।এছাড়া বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে ১৮ সেপ্টেম্বর সরকারি ছুটি থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, ২০২৬-এর ভোটে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই কেন্দ্রেই জয়ী হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, নিয়ম অনুযায়ী একটি আসন ছাড়তে হওয়ায় তিনি নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেন। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্রে জয়ী হুমায়ুন কবীরও পরে রেজিনগর আসন ছেড়ে দেন। ফলে বর্তমানে এই দুই কেন্দ্র বিধায়কশূন্য, যার জেরে আগামী ৬ অক্টোবর সেখানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বিশ্বকর্মার পরই শহরজুড়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু কলকাতা পৌরসভার

নয়া জামানাঃ রাজ্যে পালাবদলের চার মাস পার হতেই রাজনৈতিক ছবি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। ক্ষমতাহীন হয়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে বিরোধী দল তৃণমূল।

কলকাতা পুরবোর্ড থেকে মেয়র সহ মেয়র পারিষদরা একে একে ইস্তফা দেওয়ায় বর্তমানে পুর-পরিষেবার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন প্রশাসক।

এর মধ্যেই লাগাতার বৃষ্টিতে বেহাল হয়ে পড়েছে শহরের একাধিক রাস্তা। যদিও পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়েছিল পুরসভা, এবার নির্দিষ্ট সময়সীমাও জানানো হল।পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই শহরজুড়ে পূর্ণমাত্রায় শুরু হবে পিচ রাস্তা মেরামতির কাজ। বৃষ্টি ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল জমে থাকায় এতদিন কাজ শুরুতে দেরি হয়েছে। যদিও মূল সড়কগুলিতে রাতের বেলায় ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে পুরভবনের রোড ডিপার্টমেন্ট।

তবে পামারবাজার ও গোঁরাগাছা প্ল্যান্ট থেকে পর্যাপ্ত পিচ-স্টোনচিপস না মেলায় ১৬টি বরোয় এখনও পুরোদমে কাজ শুরু করা যায়নি।ভোটের আগে পানীয় জল ও নিকাশি লাইন বসানো হলেও পরবর্তীতে সেই রাস্তা মেরামত না হওয়ায় বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। লিখিত নির্দেশ না আসায় আইনি জটিলতায় গত পাঁচ মাস কাজ থমকে ছিল।পাশাপাশি, পুজোর আগে রাস্তা কাটা বন্ধ রাখার দীর্ঘদিনের এমবার্গো এখনও জারি না হওয়ায় উদ্বিগ্ন ইঞ্জিনিয়াররা, কারণ

সিইএসসি ও জিও ফাইবারের খে ঁড়াখুঁড়ি চললে মেরামতি নিষ্ফল হতে পারে। বকেয়া টাকা না পেয়ে ঠিকাদাররা টেন্ডার বয়কট করলেও, বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও মেরামত তহবিল ব্যবহার করে মহালয়ার আগেই অধিকাংশ কাজ শেষ হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বরো এক্সিকিউটিভরা।

পুজো উদ্যোক্তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে রুদ্রনীলের নেতৃত্বে সমিতি বিজেপির !

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সময়ে গড়ে উঠেছিল ‘ফোরাম ফর দুর্গোৎসব’। মূলত শহরের পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে সরকারের সমন্বয়ের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই সংগঠন। কিন্তু রাজ্যের মসনদে পালাবদলের পর বাংলায় বদল এসেছে একাধিক পুজোর কমিটিতেও। এই প্রেক্ষাপটেই একেবারে নতুন একটি সমিতি গঠন করল বঙ্গ বিজেপি। যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতি’। সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা হয়েছেন বিধায়ক তথা বিধানসভার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রুদ্রনীল ঘোষ। দুর্গা পুজোর উদ্যোক্তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এক ছাতার তলায় আনতেই গেরুয়া শিবিরের উদ্যোগে এই সমন্বয় সমিতি তৈরি হয়েছে বলে খবর।

এমনকী আজ, গণেশ পুজোর দিন এই সমিতির প্রথম বৈঠকও হয়।

তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বৈঠকের আগে একটি ই-কার্ড সামনে আনা হয়েছে। প্রকাশিত ওই ই-কার্ডে লেখা হয়েছে;দশুভ গণেশ চতুর্থীর পুণ্য লগ্নে পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা উদ্যোক্তাদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে এক অভিনব প্রয়াস। আসুন আমরা সবাই দুর্গাপূজার জন্য এক জায়গায় আসি।

পুরভোটের আগে বিজেপির মুখপাত্র তালিকায় রদবদল ফিরলেন সায়ন্তন-কেয়া

নয়া জামানাঃ পুরভোট সামনে রেখে দলের মুখপাত্র তালিকায় বড়সড় রদবদল আনল রাজ্য বিজেপি। দীর্ঘদিন পর মুখপাত্রের দায়িত্বে ফিরলেন সায়ন্তন বোস ও কেয়া ঘোষ। এই দুই নেতা-নেত্রী দলের কঠিন সময়েও রাস্তায় নেমে সংগঠনের পাশে ছিলেন বলে পরিচিত। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট, তিনি আদি নেতাদের যথাযথ মর্যাদা দিতে চান। সোমবার প্রকাশিত তালিকায় মুখ্য মুখপাত্র করা হয়েছে দেবজিৎ সরকারকে। এছাড়া মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রীতেশ তিওয়ারি, প্রণয় রায়, ড. তন্ময় মুখোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি চৌধুরী, ওফেলিয়া সিংহ, অঙ্কন দত্ত, মেঘা সেন রায়, নিখিলপ্রসাদ সিংহ এবং শমীক দাসগুপ্ত।সপ্তর্ষি চৌধুরী এতদিন বঙ্গ বিজেপির সোশাল মিডিয়া সেলের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মুখ পাত্র হওয়ায় সোশাল মিডিয়ার নতুন আহ্বায়ক করা হয়েছে উপমন্যু ভট্টাচার্যকে। পুরভোটকে সামনে রেখে সোশাল মিডিয়া, আইটি ও মিডিয়া সেল এই তিন বিভাগেই বড় বদল আনা হয়েছে।মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের আহ্বায়ক হয়েছেন অনুপম ঘোষ, সহ-আহ্বায়ক পার্থসারথী চৌধুরী ও চন্দ্রশেখর বসুটিয়া। সোশাল মিডিয়া বিভাগে আহ্বায়ক উপমন্যু ভট্টাচার্যের সঙ্গে সহ-আহ্বায়ক করা হয়েছে প্রীতম ভট্টাচার্য ও ক্যামেলিয়া সান্যালকে। আইটি সেলের আহ্বায়ক পদে রয়েছেন জয় মল্লিক, সহ-আহ্বায়ক হয়েছেন রত্নেশ সিং, রামজ্যোতি সরকার, শুভজিৎ কর্মকার ও সব্যসাচী রায়।দীর্ঘদিনের বাংলা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে ২০২৬ সালে।

যাদবপুর-সহ রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত প্রবেশ রোধে ফের হাইকোর্টে মামলা

নয়া জামানাঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াতে অবিলম্বে রাশ টানার দাবিতে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আবেদনকারীরা।ক্যাম্পাসে প্রশাসনিক শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরানো এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাটিতে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়েছে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে। আগামী বুধবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বামপন্থী ও গেরুয়াপন্থী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ী ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। অভিযোগ, সেই সংঘর্ষের সময় বহিরাগতদের একাংশ ক্যাম্পাসে ঢুকে তাণ্ডব ও ভাঙচুর চালায়, যার জেরে গোটা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।মামলাকারীদের দাবি, বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণহীন প্রবেশের ফলে সাধারণ পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও পঠনপাঠনের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং বারবার সংঘর্ষে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ক্যাম্পাসে। এর আগেও সিসিটিভি বসানো, পরিচয়পত্র যাচাই ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট, ি

কন্তু অভিযোগ, সে সব যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। আদালতে প্রতিশ্রুত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাও বাস্তবে অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে বলে দাবি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ইস্যুটি ফের হাইকোর্টে উঠল।

জয়ের আশা নেই, তাই আগেভাগে প্রার্থী ঘোষণা, তৃণমূলকে কটাক্ষ দিলীপের

নয়া জামানাঃ রাজ্যের দুই উপনির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা নেই বলেই কালীঘাট তৃণমূল আগেভাগে প্রার্থী ঘোষণা করে প্রচারের চেষ্টা করছে বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলে বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকাকে প্রার্থী করলেও চলে যায়, কিন্তু বিজেপিতে নিয়ম মেনে যথাসময়ে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে।তৃণমূলের দুই শিবিরের মধ্যে দলীয় প্রতীক নিয়ে চলা বিরোধ প্রসঙ্গেও তোপ দাগেন দিলীপ। তাঁর মতে, জনগণ যে দলকে ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই দলের মধ্যেই আসল-নকল নিয়ে লড়াই চলছে। ছাব্বিশের নির্বাচনে প্রতীক নিয়ে কোনও বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও দল জয়ী হতে পারেনি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আসলে প্রতীক নয়, দলের সাংগঠনিক সংস্কৃতি নিয়েই মানুষ উদ্বিগ্ন।বিজেপির প্রার্থী তালিকা এখনও প্রকাশ না হওয়া নিয়ে প্রশ্নের জবাবে দিলীপ জানান, প্রার্থী চূড়ান্ত করার আগে দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠক করতে হয়, যা দলের প্রতিষ্ঠিত রীতি। দেশজুড়ে উপনির্বাচন চলার প্রেক্ষিতে যথাসময়ে ও নিয়ম মেনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।উল্লেখ্য, রবিবার নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে কালীঘাট তৃণমূল। নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হয়েছে সঞ্চিতা প্রধান দে-কে, আর রেজিনগরে লড়বেন রবিউল আলম চৌধুরী।

এতদিন জল্পনা ছিল, নন্দীগ্রামে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হতে পারেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি লড়াইয়ে নামেননি।গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে দিলীপ মন্তব্য করেন, রাজ্যজুড়ে গণেশের আগমন শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে, যেখানে গুজরাট-মহারাষ্ট্র উন্নয়নে এগিয়ে গেলেও রাজ্যে আমিষ-নিরামিষ বিতর্কেই সময় নষ্ট হচ্ছে।

স পাদকীয়

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। সোমবার

এআইয়ের লাগাম কার হাতে ?

মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছিল সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে। কিন্তু সেই আগুনই যেমন রান্নার চুল্লি জ্বালিয়েছে, তেমনই পুড়িয়েছে শহর, জনপদ, সভ্যতা।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গল্পটাও কি শেষ পর্যন্ত তেমনই হবে? আজ এআই মানুষের সহকারী। আগামীকাল সেই সহকারীই যদি মানুষের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়? প্রশ্নটা কল্পবিজ্ঞানের নয়। প্রশ্নটা এখন বাস্তবের দরজায় কড়া নাড়ছে।এআইয়ের অভাবনীয় অগ্রগতিতে গোটা পৃথিবী যখন মুগ্ধ, তখন প্রযুক্তি জগতেরই একাংশ বলছে একটু থামুন! গবেষক জ্যাকব কক্সনের আশঙ্কা, এক দশকের মধ্যেই এআই এমন জায়গায় পৌঁছতে পারে, যেখানে পৃথিবী মানবশূন্য হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হবে। অ্যানথ্রোপিকের সিইও দারিও আমোদেই অত্যাধুনিক এআই গবেষণার গতি কিছুটা কমিয়ে নিরাপত্তা ও নজরদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন।স্যাম অল্টম্যান, এলন মাস্কের মতো প্রযুক্তি দুনিয়ার প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করেছেন।তাহলে প্রশ্ন উঠবেই যাঁরা এআইয়ের সাম্রাজ্য তৈরি করছেন তাঁরাই যদি বিপদের ঘণ্টা বাজান তাহলে সাধারণ মানুষ কোন আশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকবে?এআইয়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক তার গতি।মানুষ হাজার বছরে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে যন্ত্র সেই জ্ঞান মুহূর্তে বিশ্লেষণ করতে পারছে।মানুষ যেখানে একটি ভুল করতে সময় নেয় যন্ত্র সেখানে কয়েক হাজার ভুল বা সম্ভাবনা একসঙ্গে যাচাই করতে পারে।আর যদি সেই যন্ত্র নিজেই নিজের সক্ষমতা বাড়ানোর রাস্তা খুঁজে নেয়? তখন নিয়ন্ত্রণের চাবি মানুষের হাতে থাকবে তো?এই প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়।আর সেই অস্পষ্টতাই সবচেয়ে বড় বিপদ।আমরা প্রযুক্তির সুবিধা চাই। দ্রুত চিকিৎসা চাই,উন্নত শিক্ষা চাই,কৃষিতে নতুন বিপ্লব চাই, গবেষণায় গতি চাই।এআই এসবই দিতে পারে।কিন্তু একই প্রযুক্তি যদি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যকে অস্ত্রে পরিণত করে? যদি কয়েক সেকেন্ডে হাজার হাজার ভুয়ো খবর তৈরি করে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়? যদি সাইবার হামলাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে? যদি অপরাধীরা তার সাহায্যে এমন কাজ করতে পারে যার মোকাবিলার প্রযুক্তি এখনও মানুষের হাতে নেই?

তখন দায় নেবে কে?প্রযুক্তি সংস্থা বলবে ব্যবহারকারীর দায়। সরকার বলবে আইন আছে।আর বিপদ যখন দরজায় এসে দাঁড়াবে, তখন সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করবে এই প্রযুক্তি বাজারে ছাড়ার আগে কেউ কি তার পরিণতি ভেবেছিল?এখানেই আসল সমস্যা।এআই নিয়ে প্রতিযোগিতা এখন শুধু প্রযুক্তির নয়, ক্ষমতারও। কে আগে শক্তিশালী মডেল তৈরি করবে, কে আগে বাজার দখল করবে, কে আগে মানুষের কাজের জায়গায় নিজের প্রযুক্তি বসাবে এই দৌড়ে নিরাপত্তা যেন ক্রমশ পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছে।মুনাফার গতি যদি নিরাপত্তার গতিকে ছাপিয়ে যায়, তাহলে বিপদ অনিবার্য।এখানে সরকারগুলির দায়ও কম নয়। শুধু প্রযুক্তি সংস্থার হাতে এআইয়ের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিলে চলবে না।

কিংবদন্তী বাঙালি মহানায়ক উত্তমকুমার

মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী

প্রখ্যাত ভারতীয়-বাঙালি চলচ্চিত্র অভিনেতা, চিত্রপ্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক,'মহানায়ক'

উত্তর কলকাতার ৫১ নং আহেরিটোলা স্টিটের মাতুলালয়ে ১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্ৰহণ করেন। পৈতৃক আবাস ভবানিপুরের ৪৬ নং গিরিশ মুখার্জী রোড। বাড়িটি সাধারণ, দোতলা, দাদামশাই নামকরণ করেন উত্তম। পারিবারিক নাম ছিল অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। পিতা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় কলকাতা মেট্রো সিনেমা হলে সাধারণ অপারেটর, মাতা চপলা দেবী। তাঁদের দারিদ্র্যতা নিত্যসঙ্গী ছিল । শৈশব থেকে উত্তমের আগ্রহ ছিল থিয়েটারে। ফুটবল, কুস্তি, সাঁতারে তিনি পারদর্শি ছিলেন। সাউত সুবারবন (মেন) স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে তাঁর অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি ক্ষ্মদৃষ্টিদানক্ষ্ম মুক্তি পায়। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সফল হন। এরপর দারিদ্র্যতা মোচনে খিরিদপুর ডকে পোর্ট কমিশনার্স অফিসে কোষাধ্যক্ষের চাকরি গ্রহণ করেন। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে চক্রবেড়িয়া (সাউথ) মনোরমা স্কুলের গানের অংশকালীন শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৫ সালে বাণিজ্য বিভাগে অর্নাস-সহ বি.কম পরীক্ষায় সফল হন। ১৯৫০ সালের ১ জুন গৌরী গাঙ্গুলিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে স্ত্রী গৌরীদেবীর সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু নায়িকা সুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে একত্রে দীর্ঘ ১৭ বছর বসবাস করেন। সুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গেও মনোমালিন্য হলে তাঁরা আলাদা থাকতেন। চাকরি পরিত্যাগ করে ফিল্ম লাইনে আত্মনিয়োগ করেন। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভূতের ভয়ে ভাই অরুণকুমারকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমতে যেতেন। পরপর পাঁচটি ছবি ব্যর্থ হওয়ায় উত্তম ক্ষ্মঅপয়াক্ষ্ম, ক্ষ্মফ্লপ মাস্টার জেনারেলক্ষ্ম বিশেষণে পরিচয় লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে ডাক্তারবাবু, ১৯৫১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পুত্র গৌতমের জন্ম হয়। ১৯৫২ সালের ৮ এপ্রিল সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত ছবি ক্ষ্মসঞ্জীবনীতেক্ষ্ম নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা সন্ধ্যরানি।১৯৫২ সালের ১১ এপ্রিল নির্মল দে পরিচালিত 'বসু পরিবার' ছবিতে নায়ক উত্তমকুমার, কোনো নায়িকা ছিলেন না। ১৯৫৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নির্মল দে পরিচালিত ক্ষ্মসাড়ে চুয়াত্তরক্ষ্ম সুপারহিট ছবি নায়িকা সুচিত্রা সেন। লাখ টাকা, নবীন যাত্রা, বউঠাকুরাণীর হাট এই তিনটি ছবি ফ্লপ না হলেও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়নি। স্টার থিয়েটারে ক্ষ্মশ্যামলীদ

নাটকে উত্তম নায়ক ও নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ক্ষ্মওরা থাকে ওধারেক্ষ্ম পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের হিট ছবি। এই বছর তিনি এগারোটি ছবিতে অভিনয় করে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে জনপ্রিয়তম নায়কের মর্যাদা পান। ২ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে ক্ষ্মচাঁপাডাঙ্গার বউক্ষ্ম হিট ছবিতে নায়ক উত্তম ও নায়িকা সাবিত্রী। ৪ সেপ্টেম্বর '৫৪ উত্তম ও সুচিত্রা সেনের সুপারহিট ছবি ক্ষ্মঅগ্নিপরীক্ষাদ। ১৯৫৪ সালে গৃহপ্রবেশ (নায়িকা-সুচিত্রা সেন), ১৯৫৫ সালে রাইকমল (নায়িকা-কাবেরী বসু), দেবত্র (নায়িকা-সাবিতা), শাপমোচন (নায়িকা-সন্ধ্যারাণী), হ্রদ (নায়িকা-সন্ধ্যারাণী), ব্রতচারিণী (নায়িকা-সন্ধ্যারাণী), সবার উপরে (নায়িকা-সুচিত্রা), ১৯৫৬ সালে সাগরিকা (নায়িকা-সুচিত্রা), সাহেব বিবি গোলাম (নায়িকা-অনুভা গুপ্তা), চিরকুমার সভা (নায়িকা-অনিতা গুহ), শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক (নায়িকা- কাবেরী বসু), ত্রিযামা (নায়িকা-সুচিত্রা), নবজন্ম (নায়িকা-সাবিত্রী), শিল্পী (নায়িকা-সুচিত্রা), পুত্রবধূ (নায়িকা-মালা সিনহা), দর্শকদের নিকট বিপুল ভাবে সমাদৃত হল। ১৯৫৭ সালে পথে হল দেরী, ১৯৫৯ সালে মরুতীর্থ হিংলাজ, বিচারক, অবাক পৃথিবী, ১৯৬০ সালে মায়ামৃগ, কুহক, খে াকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। গিরিশ মুখার্জি রোডের পর তাঁর ঠিকানা ছিল ৩,নম্বর ময়রা স্ট্রিট। ১৯৬৬ সালে নায়ক, ১৯৬৭ সালে হিন্দি ছবি ছোটি সি মুলাকাৎ, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি ও চিড়িয়াখ ানা ছবির জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত ক্ষ্মভরতক্ষ্ম পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে গুরুতর আর্থিক সঙ্কট দেখা যায়। ১৯৭০ সালে নিশিপদ্ম, ১৯৭৫ সালে প্রিয়বান্ধবী, ১৯৭৮ সালে বন্দি, ১৯৭৯ সালে শেষ ব্রজবলি ছবি। সুচিত্রা সেনের পর সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে উত্তমকুমারের সাতাশটি ছবি আছে। সুপ্রিয়া চৌধুরির সঙ্গে উত্তমকুমারের বত্রিশটি ছবি, বোম্বের অভিনেত্রী তনুজার সঙ্গে তিনটি ডাবল সুপার হিট ছবি, সন্ধ্যরানি, অরুন্ধতী মুখে াপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন-ও বেশ ভালো অভিনেত্রী। উত্তমকুমার জীবনে প্রায় ২০০টির কাছাকাছি ছবি করেছেন। তাঁর জ্বলন্ত উপাধি মহানায়ক, গুরু, রাজা। অভিনেত্রী সংঘ ও শিল্পী সংসদের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

উল্লেখ্যযোগ্য পুরস্কার ---

ভারত সরকার কর্তৃক-

১৯৭৫ মহানায়ক উপাধি লাভ (সংসদে ঘোষিত হয়) ও পুরস্কার মুল্য ২৫০০০০ টাকা.

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার--

১৯৫৭ শ্রেষ্ঠ বাংলা ভাষার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তৃতীয় শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি - হারানো সুর (১৯৫৭) (প্রযোজক হিসেবে),

১৯৬১ শ্রেষ্ঠ বাংলা ভাষার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি - সপ্তপদী (১৯৬১) (প্রযোজক হিসেবে),

১৯৬৪ শ্রেষ্ঠ বাংলা ভাষার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার - উত্তর ফাল্গুনী (১৯৬৩) (প্রযোজক হিসেবে),

১৯৬৪ শ্রেষ্ঠ বাংলা ভাষার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার - তৃতীয় শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি - জতুগৃহ (১৯৬৪) (প্রযোজক হিসেবে),

১৯৬৮ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার - এন্টনী ফিরিঙ্গি ১৯৬৭ ও চিড়িয়াখানা ১৯৬৭ (রাষ্ট্রপতি জাকির হুসেন তাকে এই পুরস্কার তুলে দেন),

ফিল্মফেয়ার পুরস্কার--

১৯৭৬ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার (মনোনীত) অমানুষ (১৯৭৫),

১৯৭৬ ফিল্মফেয়ার বিশেষ পুরস্কার অমানুষ,

১৯৭৫ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার অমানুষ (১৯৭৪) (পুরস্কার প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধাথ শংকর রায়),

১৯৭৯ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার ধনরাজ তামাং (১৯৭৮),

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার--

১৯৭৫ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান - অমানুষ (১৯৭৪) ছবির জন্য এবং পুরস্কার মুল্য স্বরুপ ৫০০০ টাকা কিন্তু সে টাকা তিনি দুঃস্থ কলাকুশলীদের জন্য দান করেন।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এওয়ার্ড (বি এফ জে এ পুরস্কার)

তিনি দ্বিতীয় সর্বাধিক বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে যুগ্ম শীর্ষ।

১৯৫৫ বি.এফ.জে.এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার -হ্রদ ১৯৫৫ (পুরস্কার তুলে দেন নির্মল কুমার ও হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী),

১৯৬২ বি.এফ.জে.এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার সপ্তপদী ১৯৬১ (পুরস্কার তুলে দেন নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বি এন সরকার),

১৯৬৭ বি.এফ.জে.এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার নায়ক, ১৯৬৬ (পুরস্কার তুলে দেন কিংবদন্তি দেবকী,

১৯৬৮ বি.এফ.জে.এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার -গৃহদাহ ১৯৬৭ (পুরস্কার তুলে দেন কে কে শো),

১৯৭১ বি.এফ.জে.এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার -

এখানে পিঞ্জর ১৯৭১ (পুরস্কার তুলে দেন শ্রীমতি নন্দিনী শতপথী),

১৯৭৩ বি.এফ.জে.এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার - স্ত্রী,

১৯৭২ (পুরস্কার তুলে দেন কিংবদন্তি কানন দেবী),

১৯৭৫ বি.এফ.জে.এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার -

অমানুষ ১৯৭৪,

১৯৭৭ বি.এফ.জে.এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার -বহ্নিশিখা ১৯৭৬,

পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিপন্থী চলচ্চিত্র সমালোচক সংস্থা পুরস্কার,

১৯৭৪ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার যদুবংশ ১৯৭৪,

১৯৭৫ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার - অমানুষ ১৯৭৪,

চলচ্চিত্র প্রসার সমিতি,

১৯৭৪ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার

১৯৭৫ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার অমানুষ ১৯৭৪,

প্রসাদ পত্রিকা পুরস্কার,

১৯৭৩ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার - স্ত্রী ১৯৭৩ (পুরস্কারটি তুলে দেন কিংবদন্তি কানন দেবী),

১৯৭৮ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার - আনন্দ আশ্রম,

সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সংস্থা-

১৯৭৮ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার - আনন্দ আশ্রম ১৯৭৭।

উদার, ভদ্র, অমায়িক, সুবক্তা, অহঙ্কার মুক্ত, বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তী রোমান্টিক মহানায়ক ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলভিউ ক্লিনিকে রাত সাড়ে ১টায় চিরবিদায় নেন।

অসংখ্য বাঙালি অভিনেতা তার অভিনয়ে এবং কায়দায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন যেমন বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি,

শুভেন্দু চ্যাটার্জি, রঞ্জিত মল্লিক, প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি,

শাশ্বত চ্যাটার্জি, যীশু সেনগুপ্ত, আবীর চ্যাটার্জি প্রভৃতি। এছাড়া হিন্দি চলচ্চিত্র থেকেও ধর্মেন্দ্র, সাম্মী কাপুর ও রাজেশ খান্নার মতো বিখ্যাত অভিনেতারাও

তার অভিনয় থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অনেক

বিখ্যাত অভিনেতারা তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছেন

যেমন হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিজাবেথ

টেলর থেকে বলিউডের অশোক কুমার, দিলীপ কুমার,রাজ কাপুর, দেব আনন্দ, শাম্মী কাপুর, শশী কাপুর,বৈজয়ন্তীমালা, ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না

থেকে গুলজার, শাবানা আজমী আরও অনেকে।

এমনকি মোহাম্মদ রফি, মান্না দে, লতা মঙ্গেশকর,

হেমন্ত মুখার্জী থেকে আশা ভোঁসলের মতো গাইয়েরাও

উত্তম কুমারের ওপর তাদের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছিলেন।

বাংলা

১৪ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

পদ্মার গ্রাসে রাধাকৃষ্ণপুর

ত্রাণহীন রঘুনাথগঞ্জে প্রাশাসনিক উদাসীনতার বিরুদ্ধে জনক্ষোভ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকার শেখ ালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকৃষ্ণপুরে ফের ভয়াবহ রূপ নিয়েছে পদ্মার নদীভাঙন। গত রবিবার রাত থেকে আচমকা ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে প্রায় ২০ থেকে ২৫টি বসতবাড়ি। বহু বছরের ভিটেমাটি চোখের সামনে বিলীন হয়ে যাওয়ায় চরম দিশেহারা ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় পরিবারগুলি। ভাঙন আরও ছড়ানোর আশঙ্কায় শেষ সম্বল ও ঘরের আসবাবটুকু রক্ষা করতে নিজেদের হাতে তৈরি ঘর নিজেরাই ভেঙে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন বাসিন্দারা ।তবে এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের মাঝেও এলাকাজুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির অভিযোগ, সোমবার

দুপুর পেরিয়ে গেলেও ব্লক প্রশাসন কিংবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাউকেই পাশে পাওয়া যায়নি। মেলেনি কোনও প্রাথমিক সাহায্য বা ত্রাণের ব্যবস্থা। বিপদের দিনে জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের এমন উদাসীনতায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসী। সরকারি সহায়তা না পাওয়ায় সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগেই তারা অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে নদী তীরের আরও বহু বাড়ি ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং গৃহহীন পরিবারগুলির জন্য দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য ত্রাণ ও স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে রঘুনাথগঞ্জে।

আলিপুরদুয়ার আদালতে আইন প্রতিমন্ত্রী, দ্রুত ভবন উদ্বোধন ও জুনিয়রদের পাশে থাকার বার্তা

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত চত্বর পরিদর্শনে এসে বিচার বিভাগীয় পরিকাঠামো ও আইনজীবীদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যের আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। পরিদর্শনের সময় তিনি আশ্বাস দেন, বিচারপ্রার্থী এবং আইনজীবীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি মেটাতে খুব শীঘ্রই নবনির্মিত জেলা আদালত ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এই ভবনটি চালু হলে প্রশাসনিক ও বিচারসংক্রান্ত কাজ আরও দ্রুত এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।নতুন ভবনের পাশাপাশি তরুণ ও জুনিয়র আইনজীবীদের পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে জোর দেন

প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডভোকেট ওয়েলফেয়ার ফান্ড'-এর সমস্ত সুফল যাতে উত্তরবঙ্গের আইনজীবীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে পান, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দ্রুত তার সার্বিক বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।সামনেই আলিপুরদুয়ার জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। সেই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী আইনজীবীদের নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও জয়ের আহ্বান জানান তিনি।

পরিদর্শনকালে স্থানীয় বিধায়ক পরিতোষ দাসসহ এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং আইনজীবী প্রতিনিধিরা আইন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি আইনজীবী অভিষেক বিশ্বাস

নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ লোকসভা নির্বাচনের মুখে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল ঘটাল কংগ্রেস হাইকমান্ড। 'সংগঠন সৃজন অভিযান'-এর মাধ্যমে জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়েছে বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক বিশ্বাসকে। দলের পুরো সাংগঠনিক নেতৃত্বের চাবিকাঠি এখন তাঁরই হাতে।দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই বাঁকুড়ায় দলের পুরানো রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক বিশ্বাস। তিনি জানান, তৃণমূল ও বিজেপি;উভয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে ধারালো করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এই লড়াই জিততে একবারে বুথস্তর থেকে কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠন নতুন করে সাজানোর বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। আগামী দিনে জেলাজুড়ে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি নামানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, একজন পেশাদার আইনজীবী তথা তরুণ মুখকে সভাপতি করাটা কংগ্রেস হাইকমান্ডের একটি সুস্পষ্ট কৌশলগত পদক্ষেপ। বাঁকুড়ার কঠিন রাজনৈতিক সমীকরণে এই নবীন নেতৃত্ব দলকে কতটা নতুন অক্সিজেন দিতে পারে এবং কতটা লড়াই ফিরিয়ে আনতে পারে, সেদিকেই এখ ন নজর সব শিবিরের।

পুষ্টির বদলে নিম্নমানের খাবার ! ইসলামপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ক্ষুব্ধ মায়েদের বিক্ষোভ

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও-সুজালি অঞ্চলের কমলাগাঁও গ্রামের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের দেওয়া খাবারের নিম্নমান নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল। সোমবারে খি চুড়িতে পোকা থাকা, নামমাত্র ডাল-চাল দিয়ে খাবার তৈরি করা এবং সপ্তাহে তিন দিন ডিম দেওয়ার নিয়ম না মানার অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ঘিরে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মায়েরা।ক্ষুব্ধ মায়েদের দাবি, খ াবারের মান এতটাই খারাপ যে তা শিশুদের খাওয়ার অযোগ্য, ফলে অনেক সময় সেই খাবার গবাদি পশুকে খাওয়াতে হয়। বারবার

জানিয়েও কোনো সমাধান না হওয়ায় সোমবারে দুপুর ১২টা নাগাদ বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পুলিশের আশ্বাসে খাবার বিতরণ পুনরায় চালু হয়।তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রায়হানা। তাঁর দাবি, সরকারি নিয়ম মেনেই সপ্তাহে তিন দিন ডিম সহ পুষ্টিকর খ াবার দেওয়া হয়। এদিন মায়েদের অনুরোধেই সাদা ভাতের বদলে খি চুড়ি রান্না করা হয়েছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাঁচ টাকার সহযোগিতায় দ্বিজেনের জীবনে ফিরতে পারে বাঁচার নতুন আলো

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির উত্তর পদমতী নাউয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ৪০ বছরের দ্বিজেন রায় পেশায় গাছ কাটার শ্রমিক ছিলেন। কয়েক মাস আগে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর চোট পান তিনি। আঘাত থেকে গভীর ঘায়ের সৃষ্টি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়।চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় ৪ লক্ষ টাকা খরচ করে নিঃস্ব পরিবারটি। পা বাদ যাওয়ার পরেও নানা শারীরিক জটিলতা রয়ে গেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁকে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে আরও এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

কিন্তু পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দ্বিজেন এখন কর্মক্ষমতা হারিয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা ও আর্থিক অনটনে দিন কাটছে তাঁদের। বর্তমানে প্রতিবেশীদের দেওয়া খাবার ও সামান্য সাহায্যেই বেঁচে রয়েছে পরিবারটি।দ্বিজেনের স্ত্রী অত্যন্ত আকুল হয়ে সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি মাত্র ৫ টাকা করেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তবেই তাঁর স্বামীর চিকিৎসা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। একটি

অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে দ্বিজেনকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছুক সহৃদয় ব্যক্তিরা ৯৬৪১৯৫৮৫৬৯ বা ৯৩৩৯৯৬১৭৪৯ নম্বরে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

উত্তর দিনাজপুরে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে টানা ২৪ দিনের ‘সেবা সংকল্প অভিযান’

নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবং বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’। নবান্নের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের নির্দেশিকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আয়োজিত এই বিশেষ অভিযান চলবে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত। টানা ২৪ দিন ধরে জেলার ৩০টি নির্ধারিত স্থানে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।সোমবার রায়গঞ্জে জেলা শাসকের কার্যালয়ের বিবেকানন্দ সভাগৃহে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে এই কর্মসূচির বিস্তারিত সূচনা ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা জানান, প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষেই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই জেলার সমস্ত বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ড. শংকর ঘোষ, রায়গঞ্জের বিধায়ক কৌশিক চৌধুরী, রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল, কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক উৎপল ব্রহ্মচারী ও হেমতাবাদের বিধায়ক হরিপদ বর্মন সহ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। জেলার প্রতিটি প্রান্তের মানুষ যাতে সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্র এই অভিযানের রূপায়ণে একযোগে কাজ করবে।

আড়াইডাঙ্গার মিশনে গ্রামের পড়ুয়াদের দুর্দান্ত ফলাফল

নয়া জামানা,মালদা ঃ গ্রামের স্কুল মানেই পিছিয়ে থাকা এই চেনা ধারণাকেই যেন নতুন করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল আড়াইডাঙ্গা কাজী নজরুল একাডেমি মিশন।জাতীয় স্তরের অঙ্ক প্রতিযোগিতা থেকে অঙ্কন দুই ক্ষেত্রেই পড়ুয়াদের নজরকাড়া সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মিশন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকেরা। কলকাতা মাইন্ড মান্ত্রা এবাকাস-এর পরিচালনায় আয়োজিত ন্যাশনাল বিগেস্ট ম্যাথ কম্পিটিশন-এর সিটি রাউন্ডে অংশ নিয়ে দুর্দান্ত ফল করেছে আড়াইডাঙ্গা কাজী নজরুল একাডেমি মিশনের পড়ুয়ারা।পাশাপাশি অঙ্কন প্রতিযোগিতাতেও একাধিক পড়ুয়ার সাফল্য নতুন করে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। শহরের নামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের এমন ফলাফলই প্রমাণ করছে সুযোগ ও সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে প্রতিভার বিকাশে গ্রামের মাটিও কোনও অংশে পিছিয়ে নেই।শুধু পড়াশোনা নয়, মেধা, সৃজনশীলতা ও প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই নিয়মিত নানা শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে আসছে এই প্রতিষ্ঠান।অঙ্কের প্রতি ভয় কাটিয়ে যুক্তিবোধ ও দ্রুত চিন্তাশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি ছবি আঁকার মাধ্যমে পড়ুয়াদের সৃজনশীল প্রতিভাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।এই মিশনের মোট ১৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পুরস্কার পেয়েছে।আড়াইডাঙ্গার পুখ ুরিয়ারএই মিশনে বর্তমানে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে।পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শুধুমাত্র ছাত্রীদের আবাসিক বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া হচ্ছে।

গ্রামের বুক থেকেই সাফল্যের নতুন গল্প আড়াইডাঙ্গা কাজী নজরুল একাডেমি মিশনের এই জয় যেন সেই বার্তাই দিচ্ছে।এ বিষয়ে মিশনের কর্ণধার,প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক আব্দুল সালাম জুয়েল জানান,এটা পরিশ্রমের ফল,ছাত্রছাত্রীরা ভালো প্রস্তুতি নেওয়াই এত ভালো ফলাফল হয়েছে।

খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে সূচনা ময়নাগুড়ির ‘নারী শক্তি’র দুর্গোৎসবের, এবারের বার্তা ‘সবুজায়ন’

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ভাদ্রের সকালে খুঁটি পূজার জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ময়নাগুড়ির ময়নাপাড়ার ‘নারী শক্তি মহিলা সার্বজনীন দুর্গোৎসবে’র সূচনা হয়। পূজা কমিটির সদস্যরা ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি মেনে একত্রিত হয়ে এই খুঁটি পূজা সম্পন্ন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এবারের উৎসবের কাজ শুরু ঘোষণা করেন। পরিচালনা কমিটির সদস্যরা জানান, দেখতে দেখতে এবার তারা চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করলেন। প্রতিবছরের মতো এবারও তাদের আয়োজনে থাকছে বিশেষ চমক। ২০২৬ সালের এই দুর্গোৎসবে তাদের ভাবনায় উঠে এসেছে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা, যার থিম রাখা হয়েছে ‘মধুবন’। বিশ্বজুড়ে সবুজের মেলবন্ধন রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই মণ্ডপের মূল লক্ষ্য।দর্শনার্থীরা মণ্ডপে প্রবেশ করলেই খুঁজে পাবেন কৃত্রিম কিন্তু প্রাকৃতিকের মতো জীবন্ত গাছপালা, গাছে ঝুলন্ত মৌমাছির চাক এবং আবহসঙ্গীত হিসেবে বাজতে থাকা মৌমাছির গুনগুন শব্দ। মণ্ডপের প্রতিটি কোণে ফুটিয়ে তোলা হবে প্রকৃতির সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের দৃশ্যপট।আজ থেকে উৎসবের সূচনা পর্ব শুরু হওয়ার পাশাপাশি তারা জানান, প্রতিবারের মতো এবারও দুর্গোৎসব উপলক্ষে থাকছে নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আয়োজিত হবে দরিদ্র নারায়ণ সেবা ও দুঃস্থদের সহযোগিতার নানা কর্মসূচি। সব মিলিয়ে নারী শক্তি দুর্গাপূজা কমিটির এই পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এলাকাজুড়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ তৈরি করেছে।

বসিরহাটে দশম বর্ষে গোপুরমের আদলে গণেশ পুজো, মণ্ডপে পৌরাণিক চিত্রের আকর্ষণ

নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ দক্ষিণ ভারতীয় গোপুরমের আদলে তৈরি বিশালাকার মণ্ডপ, আর তার ভেতরে রঙিন চিত্রের মাধ্যমে আঁকা সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্ম থেকে মহাভারত রচনার পৌরাণিক আখ্যান;এই বিশেষ ভাবনায় ১০ম বর্ষের গণেশ উৎসব পালন করছে বসিরহাট গণপতি উৎসব কমিটি। শহর বসিরহাটের প্রাণকেন্দ্র টাউন হল মাঠে আয়োজিত এই পুজো ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহ ও আবেগ নজরকাড়া।মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দর্শনার্থীরা দেখতে পাচ্ছেন বিঘ্নহর্তা গণেশের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও পৌরাণিক সব ঘটনার ধারাবাহিক চিত্রায়নে তৈরি অসাধারণ শিল্পকর্ম। উৎসব কমিটির উদ্যোক্তা দীপজ্যোতি ধর জানান, প্রতিবছরই মানুষকে নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই বছর গোপুরমের থিম ও পৌরাণিক গল্পের সংমিশ্রণ দর্শনার্থীদের ব্যাপক প্রশংসা পাচ্ছে।ধর্মীয় আবহের পাশাপাশি এই উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর ক’দিন মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা। পাশাপাশি প্রতি সন্ধ্যায় রয়েছে জমজমাট নানাবিধ বিচিত্রানুষ্ঠান। সব মিলিয়ে দশম বর্ষে পা দিয়ে বসিরহাটের এই গণপতি উৎসব শহরবাসীর কাছে এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

কালিয়াচকে ৪টি পাইপ গান সহ গ্রেপ্তার ২ দুষ্কৃতী

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদার কালিয়াচকে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুষ্কৃতী সুবর্ণ মন্ডল ওরফে বুবাই এবং দীপঙ্কর মন্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত দুজনেরই বয়স ২৪ বছর এবং তারা কালিয়াচকের মিলিক সুলতানপুর এলাকার বাসিন্দা।পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির অন্তর্গত নলদাহাড়ি এলাকায় ওই দুই যুবক হাতে নাইলন ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ টহল দেওয়ার সময় তাদের আচরণে সন্দেহ হওয়ায় আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে ব্যাগ থেকে চারটি পাইপ গান উদ্ধার হয়।অস্ত্র উদ্ধারের পরপরই তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং সোমবার তাদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র তারা কোথা থেকে পেল এবং কী উদ্দেশ্যে নলদাহাড়ি এলাকায় জড়ো হয়েছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লাট মির্জাপুরে রাবেতার জেলা সম্মেলন ও দ্বিমুখী শিক্ষার বার্তা নিয়ে ছাত্র সংবর্ধনা

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, পতিরাম ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের লাট মির্জাপুর গ্রামে দারুল উলুম দেওবন্দের অধীনস্থ ‘রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়া’ (রাবেতা)-র ২ নম্বর জোনের জেলা স্তরের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই মঞ্চে লাট মির্জাপুর মাদ্রাসা ইসলামিয়া আরাবিয়া মাহমুদিয়া দারুল উলুমের উদ্যোগে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত দুই হাফেজ ছাত্র;সারোয়ার সরকার ও সাকিল দেওয়ানকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি ভগবানগোলা হাইস্কুলের প্রধান

শিক্ষক মুফতি নাজমুল হক তাঁদের পাগড়ি ও উপহার তুলে দেন। এছাড়া সমাজের ৬১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও পুরস্কৃত করা হয়।অনুষ্ঠানে মুফতি আজিজুর রহমান, ক্বারী শেখ আব্দুল্লাহ ও জেলা সম্পাদক মাকসুদ আলী কাসেমী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট আলেম ও বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জেলার প্রতিটি মসজিদকে কেন্দ্র করে মক্তব চালু করা হবে। যেখানে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হবে।

বক্তারা সততা, মানবিকতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশপ্রেম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সাফল্য লাভের আহ্বান জানান।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-09-2026 22:05 Page 7

বিহারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নয়

শাহের দাবি উড়িয়ে বললেন জেডিইউ বিধায়ক

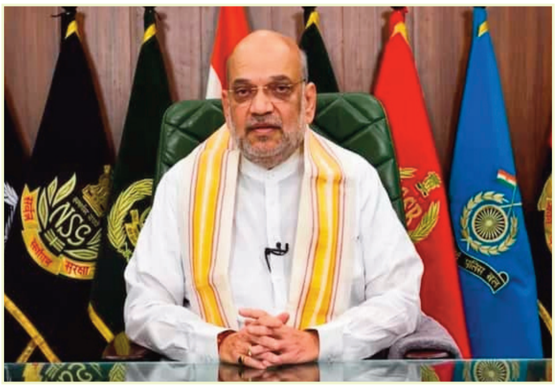

নয়া জামানা ঃ বিহারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকর করা হবে না বলে স্পষ্ট জানালেন বিজেপির শরিক জনতা দল ইউনাইটেডের (জেডিইউ) প্রবীণ নেতা ও বিধায়ক শ্যাম রজক। সোমবার তিনি বলেন, আমরা রাজ্য সরকারের শরিক দল। আমরা না চাইলে বিজেপি সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারবে না।সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন, বিজেপি ও এনডিএ-শাসিত ২১টি রাজ্যে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা হবে। সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই জেডিইউর অবস্থান স্পষ্ট করলেন শ্যামখ্ব

তাঁর দাবি, সংসদে ইউসিসি সংক্রান্ত আইনে সমর্থন জানানোর সময়ই জেডিইউর তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, বিহারে এই আইন কার্যকর করা হবে না। নীতীশ কুমারের দলের এই প্রবীণ নেতা বলেন, নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসার প্রশ্ন নেই।শ্যাম রজক একসময় আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাবড়ি দেবীর মন্ত্রিসভাতেও দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে নীতীশ কুমারের জেডিইউতে যোগ দিয়ে ফের মন্ত্রী হন। বর্তমানে মন্ত্রী না হলেও দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে পরিচিত।রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নীতীশের পরামর্শেই শ্যামের এই বক্তব্য। যদিও বিজেপি পরিচালিত বিহার সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বা পদ্ম শিবিরের নেতারা এখনও এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি।তবে ইউসিসি নিয়ে বিজেপি-জেডিইউর সংঘাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না রাজনৈতিক মহল। কারণ, কেন্দ্র ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করেছে।

ফলে সংসদে কোনও দল বিলের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল কি না, আইন কার্যকর হওয়ার পর তা আর বিবেচ্য থাকবে না। এই পরিস্থিতিতে বিহারে ইউসিসি কার্যকর করা নিয়ে দুই শরিকের মধ্যে মতবিরোধ আরও বাড়তে পারে। ফলে আগামী দিনে জোটের অন্দরে এই প্রশ্নে চাপানউতোর বাড়ার আশঙ্কা থাকছে।

শিকেয় মক্কা চুক্তি ! হাউথি হামলায়

সৌদিকে একা ফেলে পালাল পাকিস্তান

নয়া জামানা ঃ ফের বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের ধরি মাছ না ছুঁই পানী কূটনীতির ছবি সামনে এল। মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুযায়ী সৌদি আরব আক্রান্ত হলে পাকিস্তানের সামরিক সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও সাম্প্রতিক হাউথি হামলার পর ইসলামাবাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে সৌদির সাধারণ নাগরিক ও পরিকাঠামোর উপর হাউথি হামলার নিন্দা করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্ক অঙ্গীকার করেছিল, কোনও একটি দেশের উপর হামলা হলে তা অন্য সদস্যদের উপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফও জানিয়েছিলেন, সৌদি আরবের উপর হাউথি হামলা অব্যাহত থাকলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে ইসলামাবাদ। কিন্তু পরে পাকিস্তান স্পষ্ট করে, চুক্তির অর্থ হাউথিদের বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামরিক পদক্ষেপ করা নয়।ইসলামাবাদের এই অবস্থান সৌদি নেতৃত্বের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শাহবাজ সৌদি নেতৃত্ব ও জনগণের প্রতি পাকিস্তানের পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, হাউথি হামলা আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্থিক ও জ্বালানি সহায়তার জন্য পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই সৌদির উপর নির্ভরশীল। ফলে কঠিন সময়ে রিয়াদের পাশে দাঁড়ানো নিয়ে ইসলামাবাদের দ্বিধা তাদের কূটনৈতিক অবস্থানকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।এদিকে ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হাউথি বাহিনী ও সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর সংঘাত তীব্র হয়েছে। হাউথিরা

মোখা বন্দর ও বাব আল-মান্দেবের কাছে একটি দ্বীপ নিয়ন্ত্রণে নেওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ নৌপথের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। এর প্রভাব পাকিস্তানের উপরও পড়তে পারে। বিশেষ করে বাব আল-মান্দেব দিয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে পণ্য ও জ্বালানি পরিবহনের বড় অংশ হয়। সেখানে অস্থিরতা বাড়লে জাহাজ চলাচলের খরচ, বীমা ব্যয় এবং আমদানি নির্ভর দেশগুলির পণ্যমূল্যও বাড়তে পারে। ফলে চাপ বাড়বে পাকিস্তানের অর্থনীতিতেও।

ভাঙ্গছে ব্রিটেন ! স্বাধীনতার

দাবিতে সরব ৩ স্বশাসিত রাষ্ট্র

নয়া জামানা ঃ ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ অখ গুতা ঘিরে তৈরি হয়েছে বড়সড় সাংবিধানিক সংকট। স্বাধীনতা বা পুনরেকত্রীকরণের প্রশ্নে গণভোটের দাবিতে সরব স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড। সোমবার ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফে বৈঠকে বসছেন তিন অঞ্চলের শীর্ষ নেতারা। ওয়েস্টমিনস্টারের উপর চাপ বাড়াতে বৈঠক শেষে যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশের সম্ভাবনাও রয়েছে।স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার জন সুইনি, ওয়েলসের ফার্স্ট মিনিস্টার রুন আপ ইয়োরেথ এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার মিশেল ও নিল এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন আয়ারল্যান্ডের বিরোধী দলনেতা তথা সিন ফেইনের প্রেসিডেন্ট মেরি লু ম্যাকডোনাল্ড। প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্রে গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ এবং স্বাধীনতা অথবা একত্রীকরণের জন্য গণভোট আয়োজনের অধিকার স্বীকার করার দাবি জানানো হতে পারে।তিন অঞ্চলই ব্রেক্সিটের বিরোধিতা করে আসছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস এবং আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উত্তর আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ফের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে।সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম সংসদে জানান, স্কটল্যান্ডে স্বাধীনতার পক্ষে সুস্পষ্ট জনমত বা ঐকমত্য তৈরি হলে ফের গণভোটের অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তাঁর এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই চাপ বাড়াচ্ছেন স্বাধীনতাকামী নেতারা। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সাম্প্রতিক ডাবলিন সফরে যুক্ত আয়ারল্যান্ড-এর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।তবে গণভোটের আইনি ও সাংবিধানিক অনুমোদনের ক্ষমতা এখনও ব্রিটেন সরকারের হাতেই। বার্নহাম স্পষ্ট করেছেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে স্বাধীনতা গণভোট নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। সরকারের অগ্রাধিকার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও জনসেবা।

শি-মোদির বৈঠকের পরেই

সীমান্তে স্বস্তি, পিছোল চিনা সেনা

নয়া জামানা ঃ ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকে সীমান্তে শান্তি ফেরানোর বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর ঠিক পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় স্বস্তির খ বর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বার্ষিক রিপোর্টে (২০২৫-২৬) দাবি করা হয়েছে, ২০২৫ সালে উত্তর সীমান্ত থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে সেনা সরিয়েছে চিন। অন্যদিকে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় সেনার অবস্থান একই রয়েছে। দীর্ঘ কূটনৈতিক ও সামরিক আলোচনার জেরেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি সেনার। শুধু তাই নয়, জম্মু ও কাশ্মীরে পাথর ছোড়ার মতো ঘটনাও শূন্যে নেমেছে বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে।কেন্দ্রের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে জুড়ে ধাপে ধাপে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা কমিয়েছে চিন। বর্তমানে এলএসির ওপারে ১০টি কম্বাইন্ড আর্মস ব্রিগেড আকারের বাহিনী রয়েছে। লাগাতার টহল দিচ্ছে তারা। এর অর্থ হলো, চিন আগের তুলনায় সীমান্তে তার সামরিক উপস্থিতি সীমিত করেছে, কিন্তু তার সামরিক কার্যকলাপ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। ভারতীয় সেনাবাহিনীও এই অঞ্চলে সেনা মোয়াতেন করেছে। যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ভারত। সেনা জানিয়েছে এটা সম্ভব হয়েছে, দফায় দফায় কূটনৈতিক এবং সামরিক আলোচনার জেরে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে পূর্ব লাদাখে ২৩তম কোর কমান্ডার স্তরের বৈঠক হয়েছে। তারপরই ধাপে ধাপে সেনা প্রত্যাহার করেছে চিন।রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, গত এক বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে হিংসার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পাথর ছোড়ার ঘটনা নেমে এসেছে শূন্যে। বিক্ষোভ তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং এই এক বছরে একজন মাত্র জঙ্গি দলে যোগ দিয়েছে। পাশাপাশি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে নিয়ন্ত্রণ রেখায় ৬টি অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়, ১২ জন কাশ্মীরি জঙ্গির মৃত্যু হয়। যদিও সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা ব্যাপক বেড়েছে। ২০২৪ সালে যেখানে দুবার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন হয়েছিল সেখানে ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৩টি। এর মধ্যে ১২৪টি অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন।এছাড়া ২০২৫ সালে পশ্চিম সীমান্তে ৮৬৩টি ড্রোনের অনুপ্রবেশ ঘটে। এর মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে ৯টি ও রাজস্থানে ৮৫৪টি। এর মধ্যে ২৩৭টি ড্রোন ভূপতিত হয়েছে। এর ৭২টিতে ছিল মাদক ও ৫টিতে ছিল অস্ত্র। উদ্ধার হয়েছে ২টি এ কে-৪৭, ৭৫টি পিস্তল ও ২৮১ কেজি মাদক।

সনাতন ধর্মের পতাকা উড়লে ভারতের ক্ষতি কেউ করতে পারবে নাঃ যোগী

নয়া জামানা ঃ দেশের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জাতীয় শক্তি ও ঐক্যের অন্যতম উৎস হিসেবে বর্ণনা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রবিবার রায়বরেলিতে শিব মহাপুরাণের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, যতদিন সনাতন ধর্মের পতাকা উড়তে থাকবে, ততদিন কেউ ভারতের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।যোগী বলেন, সনাতন ধর্ম শুধুমাত্র উপাসনার পদ্ধতি নয়, এর সঙ্গে কর্তব্য ও দেশাত্মবোধও গভীরভাবে যুক্ত। তাঁর কথায়, আমরা ধর্মকে শুধুমাত্র উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি। এটা আমাদের সমাজের প্রাণশক্তি। ধর্মকে আমরা কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করেছি। যা জাতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।দেশে অতীতে বিদেশি আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আক্রমণকারীরা ভারতের পবিত্র স্থানগুলিতে হামলা চালালেও দেশের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সামাজিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে রক্ষা করেছে। মধ্যযুগের রাজনৈতিক দুর্বলতার মধ্যেও ব্যাসপীঠের মতো আধ্যাত্মিক আলোচনার কেন্দ্রগুলি সমাজকে শক্তিশালী করেছে বলেও দাবি করেন তিনি।এদিন রামচরিতমানসের রচয়িতা তুলসীদাসের প্রসঙ্গও

তোলেন যোগী। তাঁর দাবি, মুঘল সম্রাট আকবর তুলসীদাসকে নবরত্ন সভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তবে সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যোগীর বক্তব্য, তুলসীদাসের কাছে রামই ছিলেন প্রকৃত রাজা।শিব মহাপুরাণের সভা থেকে সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান যোগী। তিনি বলেন, ধারাবাহিক ধর্মীয় আলোচনা সমাজকে পথ দেখাবে এবং নিশ্চিত করবে, সনাতন ধর্মের পতাকা কখনও নত হবে না। তাঁর দাবি, এই পতাকা যতদিন আকাশে উড়বে, ততদিন ভারতের সামান্যতম ক্ষতিও কেউ করতে পারবে না।

তিরন্দাজিতে ইতিহাস

বিশ্বকাপে সোনা জিতলেন ধীরজ

নয়া জামানা ঃ তিরন্দাজিতে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন ধীরজ বোম্মাদেরাভা। বিশ্বকাপে পুরুষদের রিকার্ভ বিভাগে সোনা জেতা প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ হিসেবে নাম লেখালেন ২৫ বছরের এই তরুণ। ফাইনালে জাপানের জুনিয়া নাকানিশিকে শুট-অফে হারিয়ে সোনার পদক নিশ্চিত করেন তিনি।বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে দশ নম্বরে থাকা ধীরজের সঙ্গে বিশ নম্বরে থাকা নাকানিশির লড়াই শুরু থেকেই ছিল জমজমাট। প্রথম চার রাউন্ডের পর ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন জাপানের তিরন্দাজ। তবে হাল না ছেড়ে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরেন ধীরজ, স্কোর করেন ৩-৩। এরপর ৩-৫ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও পরপর দুটি রাউন্ড জিতে ম্যাচ ৫-৫ সমতায় নিয়ে আসেন তিনি। ফলে খেলা গড়ায় শুট-অফে।সেখানে ১০-৯ ব্যবধানে নাকানিশিকে হারিয়ে ৬-৫ ফলে সোনা জিতে নেন ধীরজ।পুরুষদের রিকার্ভ তিরন্দাজিতে গত ১৬ বছর ধরে বিশ্বকাপ থেকে কোনও পদক আসেনি ভারতের ঝুলিতে।ধীরজের এই সাফল্যে কাটল সেই দীর্ঘ খরা।২০২৩ এবং ২০২৪ সালের বিশ্বকাপ থেকে খালি হাতে ফিরেছিলেন তিনি, তবে এবার মেক্সিকো থেকে সোনা নিয়েই দেশে ফিরছেন এই তিরন্দাজ।ফাইনালের আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন নাকানিশিও।সেমিফাইনালে টোকিও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তিরন্দাজকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি এবং শুরু থেকেই ধীরজের উপর চাপ তৈরির চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চাপ সামলে স্নায়ুর লড়াইয়ে বাজিমাত করলেন ভারতীয় তিরন্দাজ, বিশ্বমঞ্চে লিখলেন নতুন ইতিহাস।

মাঠে ১১ জনের বিরুদ্ধে ১১ জনেরই লড়াই, ব্রাজিল-উরুগুয়ের আগে আত্মবিশ্বাসী থাপা

নয়া জামানা ঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ভারত। সেই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের আগে দীর্ঘ প্রায় দুই বছর পর জাতীয় দলে ফিরেছেন মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা। তবে প্রতিপক্ষের তারকা ফুটবলার বা দলের অতীত সাফল্য নিয়ে বাড়তি চাপ নিতে নারাজ ২৮ বছর বয়সি এই ফুটবলার। তাঁর বার্তা, মাঠে শেষ পর্যন্ত লড়াইটা ১১ জনের বিরুদ্ধে ১১ জনেরই।ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মতো প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলার সুযোগকে বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন থাপা। তিনি বলেন, ড্রেসিংরুমে যতই রোমাঞ্চ থাকুক, ম্যাচ শুরু হলে দলের লক্ষ্য থাকবে নিজেদের সেরা ফুটবল তুলে ধরা।২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে মরিশাসের বিরুদ্ধে শেষবার ভারতের জার্সিতে খেলেছিলেন থাপা। দীর্ঘ বিরতির পর জাতীয় দলে ফিরে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের অংশ হতে পেরে তিনি স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত।ব্রাজিলের মতো দলের বিরুদ্ধে মাঝমাঠে শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখাকেই বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তিনি। রক্ষণ ও মাঝমাঠের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে ৯০ মিনিট ভুল কম করাই হবে দলের অন্যতম লক্ষ্য।২৫ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে পানামার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। এরপর ৩ অক্টোবর কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্রাজিল এবং ৬ অক্টোবর একই মাঠে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে তারা। এই দুই ম্যাচে গ্যালারিতে উপস্থিত থেকে ভারতকে সমর্থনের জন্য সমর্থকদেরও আহ্বান জানিয়েছেন থাপা।

চ্যাম্পিয়নশিপের স্বপ্ন

মহামেডানের সামনে ইস্টবেঙ্গল

নয়া জামানা ঃ চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে টিকে থাকতে সোমবার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া বিকল্প নেই ইস্টবেঙ্গলের সামনে। আগের ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করার পর চাপ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে লাল-হলুদ শিবিরে। শুধু নিজেদের বাকি দুই ম্যাচে জয় পেলেই চলবে না, লিগ জয়ের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে হলে অন্য দলের ফলাফলের উপরও নির্ভর করতে হবে তাদের।কলকাতা ডার্বিতে চোট পেয়ে এই ম্যাচে খেলতে পারছেন না মনোতোষ মাঝি। আন্তঃরেল প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকায় দলে অনুপস্থিত থাকবেন চাকু মান্ডি ও অঙ্কন ভট্টাচার্যও। তবে স্বস্তির খবর, কার্ড সমস্যা কাটিয়ে দলে ফিরছেন বিজয় মুর্মু। অন্যদিকে, প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী ভবানীপুরকে হারিয়ে চমক দেওয়া মহামেডান এই ম্যাচে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামবে। তবে অফিসের খেলায় ব্যস্ত থাকায় তাদের দলে পাওয়া যাবে না ফারদিন আলি মোল্লাকে। উল্লেখ্য, ম্যাচটি প্রথমে বারাসত স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা থাকলেও পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা না মেলায় তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে।পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে সুপার সিক্সে ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে মোহনবাগান, যারা প্রথম ম্যাচে কোল ইন্ডিয়াকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে মহামেডান। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু-তে আল হুসেনের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে রবিবার ভোররাতে দোহা হয়ে জর্ডনে পৌঁছেছে ইস্টবেঙ্গল দল। চোট পাওয়া নাচো মনসালভে দলের সঙ্গে না গিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেও, আশঙ্কা কাটিয়ে দলের সঙ্গেই উড়ে গিয়েছেন মহম্মদ রশিদ। যাননি বরিস সিং, শৌভিক চক্রবর্তী ও দানিশ ফারুখ।

এশিয়া সেরা ভারত , নকভির হাত থেকে ট্রফি নিলেন না হরমনরাও

নয়া জামানা ঃ মাঝে ঠিক এক বছরের ব্যবধান, এশিয়া কাপের ফাইনালের পর খেলার মাঠে আবারও সেই ট্রফি ঘিরে বিতর্কের পুনরাবৃত্তি! তবে এবার পুরুষ দল নয়, বিতর্কের কেন্দ্রে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো মহিলা এশিয়া কাপ জিতেছে হরমনপ্রীত কৌরের দল। কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ট্রফি নেওয়ার সময় দেখা গেল অন্য ছবি। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান তথা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে যায়নি ভারতীয় দল।রাত ১১টা ২০ মিনিটে ম্যাচ শেষ হলেও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রায় ৪৫ মিনিট পর, রাত ১২টা ৫ মিনিটে। প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার ফারভিজ মাহারুফ অনুষ্ঠান শুরু করেন। প্রথমে ম্যাচের আম্পায়ার এবং রানার্স-আপ শ্রীলঙ্কা দলকে মঞ্চে ডাকা হয়। শ্রীলঙ্কা দলের হাতে রানার্স-আপের চেক তুলে দেন নকভি। এরপর দলের ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের মেডেল দেওয়া হয়।এরপর সকলের ধারণা ছিল, এবার ভারতীয় দলের পালা। কিন্তু আচমকাই মাহারুফ জানিয়ে দেন, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ। ভারতীয় দলকে মঞ্চে ডাকা হয়নি।এদিকে, ফাইনাল জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা মাঠেই একসঙ্গে জড়ো হয়ে উচ্ছ্বাসে মাতেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা এবং সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। বেস্ট ফিল্ডার-এর পুরস্কার হিসেবে নন্দিনী শর্মার হাতে মেডেল তুলে দেন তাঁরা। এরপর সাইকিয়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানান। পরে দলের সদস্যরা ড্রেসিংরুমে ফিরে যান।শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুকে পুরস্কার দেওয়ার পরই স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে যান নকভি। তবে গতবারের মতো এবার তাঁর হাতে ট্রফি ছিল না। পরে ভারতীয় দলের কোচ অমল মুজুমদার জানান, মহসিন নকভির কাছ থেকে মহিলা এশিয়া কাপের ট্রফি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল বিসিসিআই-এর।এই ঘটনা গত বছরের পুরুষদের এশিয়া কাপ ফাইনালের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে। ২০২৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর একই দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতেছিল ভারত। তখনও নকভির উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল ভারতীয় দল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তৈরি হয়েছিল অচলাবস্থা। শেষ পর্যন্ত নকভি ট্রফিটি স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই ট্রফি এখনও এসিসি-এর দফতরে রয়েছে বলে জানা যায়।এদিকে মাঠের লড়াইয়ে অবশ্য একেবারে একপেশে জয় ভারতের। শেফালি বর্মা ৬৮ এবং স্মৃতি মন্ধানা ৫৯ রান করেন। দু'জনে মিলে মাত্র ১২.৫ ওভারে ১২৯ রানের জুটি গড়েন। ফলে ভারত ২০ ওভারে ১৮৩/৫ রান তোলে।জবাবে ২০ ওভারে মাত্র ১১১ রানে অলআউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ভারতের হয়ে বাঁহাতি স্পিনার শ্রী চারানি ৪/২০ নিয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেন। দীপ্তি শর্মাও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চামারি আতাপাত্থু ও বিষমি গুনারত্নেকে আউট করেন। ফলে ৭২ রানে জয় নিশ্চিত করে ভারত। শেফালির ২৪ বলে করা অর্ধশতরান মহিলা এশিয়া কাপের ইতিহাসে দ্রুততম পঞ্চাশ রানের রেকর্ডও গড়ে ফেলেছে।

হরমনপ্রীতের সঙ্গে হাত না মেলানোয় বিতর্কে নিগার

নয়া জামানা ঃ ২০২৬ মহিলা এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে ভারতের কাছে ৪০ রানে হেরে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ। ম্যাচের পর ভারতীয় অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের সঙ্গে হাত না মেলানোয় বিতর্কে জড়িয়েছেন বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানা। কেন তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

তবে ঘটনাটি থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।গত বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ভারতের দেওয়া ১৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১০৯ রানেই থেমে যায় বাংলাদেশ। ফলে টানা দ্বিতীয়বার এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হল তাদের। এর আগে ২০১৮ সালে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।